জুমুআর সমকালীন বিশেষ খুতবা :

‘ওয়াজ-মাহফিলের গুরুত্ব, ফজীলত ও করণীয়’ (পর্ব- এক)

সংকলন ও সম্পাদনা : মুফতি শামীম মজুমদার
চেয়ারম্যান, শানে সাহাবা জাতীয় খতীব ফাউন্ডেশন।
খুতবা প্রদানের তারিখ : ০৮ নভেম্বর, ২০২৪ ঈসাব্দ। জুমুআ’বার।

১। মুসল্লীদের সাথে সালাম বিনিময়।
২। আরবী খুতবা, দরুদ শরীফ এবং উক্ত খুতবায় আলোচ্য মুখ্য সূরা/আয়াত ও হাদীস বিশেষ পাঠ।

৩। ভুমিকা
মাহফিল মানে হলো সভা, সমাবেশ, সম্মেলন ইত্যাদি। আরবিতে একে 'হাফলা' বলা হয়। ধর্মীয় আলোচনা সভাকে ‘ওয়াজ মাহফিল’ বলা হয়। কুরআনুল কারীমের বহু উপনাম রয়েছে, তার একটি নাম হলো 'ওয়াজ' বা উপদেশ।

ওয়াজ শব্দের শাব্দিক অর্থ উপদেশ, নসিহত। মূলত ওয়াজ হলো, মানুষের মধ্যে দ্বীনি ইলম প্রচার ও মানুষকে ঈমান আমলের প্রতি মনোযোগী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি বা মাধ্যম। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

‘তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনদেরই উপকারে আসে।’

[সুরা যারিয়াত, আয়াত- ৫৫]

ওয়াজ মাহফিল এই আয়াতের নির্দেশের উপর আমল করার শক্তিশালী এক মাধ্যম।

প্রাচীন যুগ থেকে ওয়াজ মাহফিলের প্রচলন :

ইতিহাস থেকে জানাযায় আনুষ্ঠানিক ওয়াজ মাহফিলের প্রচলন শুরু হয় সাহাবী উমার রাযি. এর আমল থেকে। অতপর যুগে যুগে পৃথিবীর আনাচে কানাচে এ ওয়াজ মাহফিল আজও নানাভাবে আয়োজন করছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ। কোন কোন দেশে ওয়াজ মাহফিল আয়োজনে শাসকগোষ্ঠী বাঁধা প্রদান করলেও; তা কখনোই স্থায়ী হয়নি। বরং তা দিনদিন আরও বেড়ে চলছে।

বিশিষ্ট তাবেয়ী উবাইদ বিন উমাইর (রাহি.)। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। ৬৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওয়াজের মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযি.) বসতেন। উবাইদ বিন উমাইর (রাহি.) এর আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযি.) কান্নাও করতেন।

[তথ্যসূত্র : লামাহাত মিন তারিখিস সুন্নাতি ওয়া উলুমিল হাদিস, পৃষ্ঠানং- ১০৮, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ]

ইবনু যুবাইর আন্দালুসি ৫৮১ হিজরীতে জামি'আ নিজামিয়া বাগদাদের এক ওয়াজের মজলিসে বসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমনকাহিনীতে সেই মজলিসের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, 'আমরা প্রথমে জামিয়া নিজামিয়ার উস্তাদ শায়খ রাযিউদ্দিন কাযভিনির ওয়াজে বসি। দিনটি ছিল ৫ ই সফর। শায়খ হাদীস ও তাফসির থেকে ওয়াজ করছিলেন। তার কথা শুনে শ্রোতারা কান্না করছিল। পুরো মজলিসে ছিল কান্নার রোল। লোকজন পাপাচার থেকে তওবা করছিল। কেউ কেউ লিখিত প্রশ্ন করছিল। শায়খ এসকল প্রশ্নের জবাব দেন।

[তথ্যসূত্র : রিহলাহ, পৃষ্ঠানং–১৯৬, ইবনু যুবাইর আন্দালুসী]

শায়খ আবুল কাসেম কুশাইরি (রাহি.) যখন নিশাপুরের মুতাররায মসজিদে ওয়াজ করতেন, তখন শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনতো। তাঁর ওয়াজ সম্পর্কে একজনের বক্তব্য ছিল, 'যদি শয়তানও তাঁর মজলিসে বসে, তাহলে হয়তো সেও তওবা করে ফেলবে।'

[তথ্যসূত্র : আল হায়াতুল ইলমিয়্যা ফি নিসাবুর, পৃষ্ঠানং-২৩৪, – মুহাম্মদ ফাজালু]

ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ যখন বাগদাদে ওয়াজ করতেন, তখন শ্রোতাদের কেউ কেউ বেহুঁশ হয়ে যেত। অনেকেই কান্না করতো। অন্তত বিশ হাজার ইহুদি-খ্রিস্টান তাঁরহাতে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছিল। তওবা করেছিল প্রায় একলক্ষ লোক।

[তথ্যসূত্র : তারিখে দাওয়াত ও আযিমত, ১ম খন্ড, — আবুল হাসান আলী নদভী]

বিখ্যাত তাবিয়ী হাসান বসরী (রাহি.) ওয়াজের মজলিসের কথাও ইতিহাসে বিখ্যাত। ওয়াজের মজলিস থেকেই তিনি জনগনের সংশোধনের কথা আলোচনা করেছেন। আবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মত জালিম শাসকের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণ থেকেও বিরত থাকেননি।

[তথ্যসূত্র : সিয়ারু আলামিন নুবালা]

ইবনুল জাওযির ওয়াজে কখনো কখনো এক লক্ষ মানুষও হতো। ইমাম গাজ্জালি (রাহি.) যখন জামি'আ নিজামিয়া বাগদাদে ওয়াজ করতেন, তখন প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ একত্রিত হত।

[তথ্যসূত্র : জামি'আ নিজামিয়া বাগদাদ; ইলমি ওয়া ফিকরি কিরদার, পৃষ্ঠানং- ২৩৪,]

সে সময় আলেমরা মুসলিম বিশ্বের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়মিত সফর করতেন। নতুন কোনো শহরে গেলে সেখানে হাদিসের দরসে বসতেন, অথবা হাদিসের দরস দিতেন। কখনো কখনো তাদের ওয়াজের মজলিস অনুষ্ঠিত হত। ঈসা বিন আবদুল্লাহ গযনভী ৪৯৫ হিজরীতে বাগদাদে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি বেশকিছু মজলিসে ওয়াজ করেছিলেন।

[তথ্যসূত্র : আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, ৯ম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা– ইবনুল জাওযি]

ভারতবর্ষে সুলতানি আমল থেকেই ওয়াজের প্রচলন ছিল। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে নাসিরুদ্দিন নামে একজন বিখ্যাত ওয়ায়েজ ছিলেন। সুলতান তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সুলতান তাঁর বসার জন্য একটি মিম্বার নির্মাণ করে দেন। সুলতান নিজেও তাঁর ওয়াজে বসতেন। ওয়াজ শেষে তাঁর সাথে কোলাকুলি করতেন। হিজরী নবম শতাব্দীতে মাওলানা শোয়াইব দিল্লীতে ওয়াজ করতেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী তাঁর প্রশংসা করেছেন। মাওলানা আলাউদ্দিন আউধি দিল্লীতে ওয়াজ করতেন। ওয়াজে তারা কবিতাও আবৃত্তি করতেন। যেমন শায়খ তকিউদ্দিন তাঁর ওয়াজে চান্দায়ন নামে একটি গ্রন্থ থেকে হিন্দী কবিতা আবৃত্তি করতেন।

[তথ্যসূত্র : হিন্দুস্তান মে মুসলমানু কা নেজামে তালিম ওয়া তরবিয়ত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠানং-২৬৬-২৭০]

এক সময় এই অঞ্চলে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরির (রাহি.) ওয়াজের মাধ্যমে হাজারো মানুষের জীবন বদলে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এই ধারায় মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিসবাহ, খতীবে আজম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ চাটগামি, মাওলানা আবদুল গাফফার ঢাকুবী, মাওলানা আবদুর রহমান জামী, মাওলানা ক্বারী ইবরাহীম উজানী, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম, মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন সাঈদি রাহিমাহুমুল্লাহ ওয়াজ মাহফিলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এছাড়াও ছারছীনা, ফুরফুরা, ফুলতলী, কওমী, আলীয়া, বেরলভী প্রমুখ তরীকার ওয়ায়েজগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে ওয়াজ মাহফিলগুলো হয়ে উঠেছে অন্তসারশূন্য। বেশিরভাগ শ্রোতার আকর্ষণ কিচ্ছা-কাহিনী ও সুরের মূর্ছনার দিকে। বাজারদর বাড়াতে এক শ্রেনীর বক্তাও শ্রোতাদের চাহিদা পূরণে বদ্ধপরিকর। বর্তমানে ওয়াজের চেয়ে আওয়াজ করাটাই হয়ে উঠছে মূখ্য উদ্দেশ্য। যোগ্য আলোচকদের চেয়ে অযোগ্যদের জনপ্রিয়তাই বেশি।

তবে চাইলেই পরিস্থিতি বদলানো যায়। আলোচকদের অনেকেই এখন দলিল ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনার দিকে ঝুঁকছেন। পথটি কঠিন, তবে শ্রোতাদের অভ্যস্ত করে তুলতে পারলে পুরো ময়দানের চেহারাই বদলে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

বিশেষকরে আয়োজকদের কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। জনতার চাহিদার দিকে না তাকিয়ে যার আলোচনায় জনগনের ঈমান আমলের ফায়দা হবে, তাকেই আমন্ত্রণ করা উচিত। নিজ মতের বিরুদ্ধে গেলে কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে গর্জে উঠে ময়দানে ঝড় তোলা বক্তাদেরকে পরিত্যাগ করা উচিত। শহরাঞ্চলে মাঠের বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত মাইক লাগিয়ে জনগনের ভোগান্তি বাড়ানো হয়, আয়োজকরা চাইলেই এটি পরিহার করতে পারেন।

সম্মানিত মুসল্লী ভাই ও বন্ধুগণ, সমাজকে গান বাদ্য, কুসংস্কার, অশ্লীলতা, সন্ত্রাস, মাদক, কুফর, শিরক ও বিদআত এবং যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়সহ যাবতীয় অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড থেকে সুরক্ষিত রাখতে হলে মাসিক, মৌসুমী বা বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল আয়োজনের বিকল্প নেই। তাই যে সমাজে ওয়াজ মাহফিল চালু রয়েছে তাদেরকে এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। আর যে সমাজে ওয়াজ মাহফিলের এ গুরুত্বপূর্ণ ধারা চালু নেই, সেখানে ওয়াজ মাহফিলের মতো দ্বীনি দাওয়াতের এ মিশন চালু করতে হবে।

৪। মুখ্য আয়াত ও হাদীস :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ- وَعَمِلَ صَالِحًا- وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

‘ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ’তে পারে? যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।
[হা-মীম সিজদা, আয়াত- ৩৩,৩৪]

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

‘আবু মাসঊদ আনছারী (রাযি.) বলেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী পাবে, যে ঐ পথে চলবে।’

[মুসলিম, মিশকাত হাদীসনং- ২০৯; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হাদীসনং- ১৯৯ ‘ইলম’ অধ্যায়]

৫। সুরা বালাদে ওয়াজের ৩ গুরুত্ব :

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا- وَتَوَاصَوا بَالصَّبْرِ - وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ- أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

‘অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে, যারা ঈমান আনে, এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয়, এবং পরস্পরে দয়া করার উপদেশ দেয়। তারাই হল ডানপন্থি, তারাই সফল’
[সুরা বালাদ, আয়াত- ১৭]

শিক্ষা : উক্ত আয়াতে ঈমান আনারপরে ওয়াজের মাধ্যমে কেউ দুটি হক আদায় করলে তাঁকে মহান আল্লাহ ডানপন্থী আখ্যাদিয়ে নাজাতের ঘোষণা দিয়েছেন। কাউকে ধৈর্যের উপদেশ দিলে, কাউকে দয়া করার উপদেশ দিলে।

৬। সুরা আছরে ওয়াজের ৪ গুরুত্ব :

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ.

‘কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, ১) যারা ঈমান আনে, ২) সৎকর্ম করে, ৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়, ৪) এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।’

[সূরা, আছর]

৭। কারো ওয়াজের মাধ্যমে কেউ কোন আমল করলে; তার সমপরিমাণ সাওয়াব ওয়াজকারী ব্যক্তি পাবেন :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً- فَلَهُ أَجْرُهَا- وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئٌ.

‘সাহাবী জাবের (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি (ওয়াজের মাধ্যমে) ইসলামের একটি (মৃত) সুন্নাতকে চালু করবে, সে নেকী অর্জন করবে। আর তাঁর ওয়াজের কারণে ঐ সুন্নাতের প্রতি কোন মানুষ আমল করে যত নেকী পাবে, তাদের সমপরিমাণ নেকি ওয়াজকারীর আমলনামাতেও লেখা হবে। তবে এক্ষেত্রে আমলকারীর নেকী কর্তন করা হবে না।’

[মুসলিম, মিশকাত হাদীসনং- ২১০; মিশকাত ২য় খন্ড, হাদীসনং- ২০০, ‘ইলম’ অধ্যায়]

শিক্ষা : উক্ত হাদীসটি ওয়াজের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্য মণ্ডিত। কারণ এখানে বলা হয়েছে, একদিকে ওয়াজকারী শুধু আমলের কথা তাগিদ দিলেই এক সাওয়াব পাবেন। অন্যদিকে তাঁর ওয়াজের কারণে কেউ আমল করলে সেক্ষেত্রে তিনি আরও একটি সাওয়াব পাবেন। অতএব, যারা ওয়াজের আয়োজক, দাতা বা ইত্যাদি সাইডে সম্পৃক্ত, তারাও উল্লিখিত

ডবল সাওয়াবের ভাগিদার হবেন। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমাদের উচিত, ঘরে, বাহিরে, প্রতিষ্ঠানে, মসজিদে, মাদরাসায়, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র ব্যক্তিগত, অনানুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ওয়াজ মাহফিল চর্চা করা। একে অপরের প্রতি দ্বীনি দাওয়াতে মশগুল থাকা।

৮। ওয়াজ কার্যক্রম বন্ধ করার পরিণতি :

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَاب لكم.

'হুযাইফা (রাযি.) হতে বর্ণিত, নবীজী (সা.) বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ হতে তোমাদের উপর কঠিন আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা (সে আযাব থেকে মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট দু'আ করবে, কিন্তু তখন তোমাদের সে দু'আ কবুল করা হবে না।
[তিরমিযী, মিশকাত হাদীসনং- ৫১৪০]

৯। কুরআন যে শিখে এবং শিখায়, তাঁর মর্যাদা :

عن عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

উসমান (রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।' অর্থাৎ প্রচারের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষা দেয়
[বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়]

১০। মানুষের নিকট ওয়াজ করতে নবীজী সা. এর নির্দেশ :

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً-

'আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র আয়াত হলেও তা (মানুষের নিকট) পৌছে দাও।'

১১। রাতব্যাপী ব্যক্তিগত আমলকারী আবেদের চেয়ে ওয়াজকারী আমলকারীর মর্যাদা বেশী :

‘হাসান বাছরী (রাহি.) বলেন, বনী ইসলাঈলের দু’জন লোক সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল। তাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি কেবল ফরজ সালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। অপরজন ছিলেন আবেদ। যিনি দিনে সিয়াম পালন করতেন এবং রাতে সালাত আদায় করতেন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বলেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওই আলেম, যে শুধুমাত্র ফরজ সালাত আদায় করেন এবং লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেন, তিনি উত্তম ঐ আবেদের চেয়ে, যিনি দিনভর সিয়াম পালন করেন, এবং রাতভর সালাত আদায় করন। উভয়ের মধ্যে মর্যাদার তফাত এরূপ যেমন আমার ও আমার সাহাবিদের মধ্যে রয়েছে।’

[দারেমী, মিশকাত হাদীসনং- ২৫০; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হাদীসনং- ২৩৩ ‘ইলম’ অধ্যায়]

১২। সমাজকে যাবতীয় পাপাচার থেকে রক্ষা করতে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন অপরিহার্য :

‘সাহাবী নুমান ইবনু বশীর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লঙ্ঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মতো, যারা লটারির মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায়, আর কেউ নীচ তলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়) কাজেই নীচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহকালে উপর তলার লোকদের ডিঙ্গিয়ে যেত। তখন নীচ তলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিই তবে ভালো হয়। এ অবস্থায় উপরের তলার লোকেরা যদি এদের আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয়, তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে, (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সবাই রক্ষা পাবে।
[বুখারি, হাদিসনং - ২৪৯৩]

শিক্ষা :

হাদীসের এ গল্পের উদাহরণ হল; যদি কোন সমাজে একদল লোক অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারে ডুবে থাকেন; তাদেরকে সে পথ থেকে সরাতে ভালো, নেককার মানুষদের যদি কোন চেষ্টা, ফিকির না থাকে, তাহলে তাদের কারণে ভালো, নেককার মানুষরাও মহান আল্লাহর গজব বা শাস্তির আওতায় আসবেন। তাই আমাদের উচিত সমাজে সৎকাজে মানুষকে উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা যোগাতে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন চালু রাখা। এতে কিছু মানুষ হিদায়াত হবে, পাশাপাশি একদিকে আমাদের নেক অর্জন হবে, অন্যদিকে আমরা আল্লাহর গজব বা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবো। ইনশাআল্লাহ।

১২। ওয়াজের পদ্ধতি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ-

‘আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন কুরআন বা সঠিক জ্ঞান এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর পসন্দনীয় পন্থায় প্রত্যুত্তর করুন।’
[সুরা নাহল- ১২৫]

শিক্ষা :
উক্ত আয়াতে খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালীম দেওয়া হচ্ছে মানুষকে কিভাবে পথে আনতে হবে। এর তিনটি পন্থা বলা হয়েছে। **ক)** হিকমত, **খ)** মাওইযা হাসানা ও **গ)** জিদাল বিল্লাতী হিয়া আহসান।

হিকমাহ :

কাউকে আল্লাহর দিকে ওয়াজ করার ক্ষেত্রে মযবূত দলিল-প্রমাণের আলোকে, হিকমাহ ও প্রজ্ঞাচিত ভঙ্গিতে, অত্যন্ত পরিপক্ক ও অকাট্য বিষয়বস্তু পেশ করতে হবে, যা শুনে সমঝদার ও জ্ঞানবান রুচিসম্পন্ন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার কাল্পনিক দর্শনাদি তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। কোনো রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ যেন ওহী বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যকে পরিবর্তন করতে না পারে।

মাওইযা হাসানা :

এর দ্বারা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশকে বোঝানো হয়েছে। যা কোমল চরিত্র ও দরদী আত্মার রস ও আবেগে থাকবেপূর্ণ। নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, দরদ ও মধুর চরিত্র দিয়ে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় যে নসীহত করা হয়, তাতে অনেক সময় পাষাণ-হৃদয়ও মোমেরমতো গলে যায়, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং একটি হতাশ ও ক্ষয়ে যাওয়া জাতি গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। মানুষ ভয়-ভীতি ও আশাব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলে প্রবল বেগে, বিশেষত যারা অতটা সমঝদার, ধীমান ও উচ্চ মেধা-মস্তিষ্কের অধিকারী নন, অথচ অন্তরে সত্য-সন্ধানের স্পৃহা প্রবল, তাদের হৃদয়ে মনোজ্ঞ ওয়ায-নসীহত দ্বারা এমন কর্মপ্রেরণা সঞ্চার করা যায়, যা উঁচু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সম্ভব হয় না।

জিদাল বিল্লাতী হিয়া আহসান :

দুনিয়ায় সব সময় একটা দল এমনও থাকে, যাদের কাজই হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা। কথায় কথায় হুজ্জত করা। কূটতর্কে লিপ্ত হওয়া। এরা না হিকমাহ পূর্ণ কথা কবুল করে। না ওয়ায-নসীহতে কান দেয়। এরা চায় প্রতিটি বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের ময়দান উত্তপ্ত হোক। অনেক সময় প্রকৃত বোদ্ধা, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধ্যানী লোকদেরও সংশয়-সন্দেহ ঘিরে ধরে। আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তখন তাদেরও সন্তোষ লাভ হয় না। তাই বলা হয়েছে-'আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর কর, উত্তম পন্থায়।'

অর্থাৎ কখনো এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে তখন উৎকৃষ্ট পন্থায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার এবং সত্যানুরাগ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার সাথে তর্ক-বিতর্ক কর। প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করতে চাইলে তা উত্তম পন্থায় কর। অহেতুক বেদনাদায়ক ও কলজে-জ্বালানো কথাবার্তা বলো না, যা দিয়ে সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না; বরং তা আরও প্রলম্বিত হয়। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করা ও সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। রুক্ষতা, দুর্ব্যবহার, বাক-চাতুর্য ও হঠকারিতা কখনো সুফল দেয় না।

[তাফসীরে উছমানী খণ্ডনং- ২, পৃষ্ঠানং- ৬২৮-৬২৯]

উক্ত আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, ওয়াজ মাহফিলের ভাষা হবে নরম, কোমল, হৃদয়গ্রাহী, সুস্পষ্টভাষী, মৃদুভাষী, তাথ্যিক, যৌক্তিক, অর্থবহ, দরদী, ইত্যাদি। কখনোই ওয়াজ মাহফিলের ভাষা উত্তপ্ত বা উত্তেজনাপূর্ণ হবেনা। তাই যারা ওয়াজ মাহফিলে বক্তা দাওয়াত দিবেন তারা উল্লিখিত বিষয়গুলো সামনে রাখবেন। যারা কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে আলোচনা করবেন, আপনারা আপনাদের মাহফিল সমূহে ওই সকল আলোচককে দাওয়াত করুন, যারা এ নীতিমালা অনুসরণ করেন না, তাদেরকে বয়কট করুন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ওয়াজের আজকের আলোচ্য বিষয়ের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন।

চলবে...

وَآخِرُوا دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

খুতবার নুসুস সমূহ

الآية: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ- وَعَمِلَ صَالِحًا- وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

الحديث: عَنْ أبيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

الآية: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا- وَتَوَاصَوا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ- أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

الآية: وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ.

الحديث: عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً- فَلَهُ أَجْرُهَا- وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئٌ.

الحديث: عن عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

: الآية: اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ-